দৈনিক সংবাদ

218

27 NOV 1987
তারিখ ... 4
পৃষ্ঠা ... কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের বাকী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিন

গত ১৬-১১-৮৭ তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, সারাদেশে বি,কম, বি,এ ও বি,এসসি পরীক্ষাগুলো অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এমনিতেই পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে আরম্ভ হয়নি। অনেক বিলম্বে আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সব পরীক্ষা ভালোভাবেই হয়েছে। যখন মাত্র একটি পরীক্ষা বাকী, এটা দুঃখজনক যে, তখনই পরীক্ষাগুলো স্থগিত করা হলো এবং তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলেই দু'বেলা পরীক্ষা নিয়েও বিভিন্ন পরীক্ষার বিরতি কমিয়ে দিলে এই পরীক্ষাগুলো হয়তো এতদিনে শেষ হয়ে যেতো। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি হবে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে জাতীয় স্বার্থে এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত বিরোধী দলগুলোর নিকট পরীক্ষাগুলোকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন রাখা। পরীক্ষার্থীরা এডমিট দেখালেই তাদের সবাইকে হলে আসার সুযোগ দেয়া হবে এবং কোন রকম বাধা দেয়া হবে না। অনুরূপভাবে যেসব শিক্ষক-কর্মচারী পরীক্ষার সাথে জড়িত তাদেরকেও পরিচিতি কার্ড দেখালে যাতায়াতে বাধা দেয়া হবে না। এম্বুলেন্স, ডাক্তার, সাংবাদিকদের হরতালের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, সেভাবে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত থাকা তাদেরকেও অনুরূপ সুযোগ দেয়া হোক। এই নীতিমালায় যদি আমরা সকলেই একমত হই তাহলে জাতীয় স্বার্থে পরীক্ষা আগামী ১০ দিনের মধ্যে গৃহীত হইতে পারে। পরীক্ষা সমূহ সত্বর গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমরা আকুল আবেদন রাখছি।

১৯৮৭ সালের বি, কম
পরীক্ষার্থীবৃন্দ
জয়ন্ত দত্ত, পরিমল, নাসির, পান্না
নারায়ণগঞ্জ।

পুনর্বিবেচনার আবেদন

১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফেনী সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষা চলছিল। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত জনৈক এক্সটার্নাল নকল ধরার দায়ে জনৈকা প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনীর হাতে লাঞ্ছিত হন। এজন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফেনী থেকে ডিগ্রী সেন্টার প্রত্যাহার করে নেন এবং পরীক্ষার্থীদেরকে চৌমুহনী ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেন। অবশ্য মহিলা পরীক্ষার্থীরা স্থানীয় টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পেয়ে সেখানে পরীক্ষা দিচ্ছেন এখন আমাদের কথা হচ্ছে, যাদের অপরাধে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হলো তারা (মহিলারা) ফেনীতেই পরীক্ষা দিচ্ছে, অথচ অপরাধী ছিলো একজন প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী: তার মাশুল দিচ্ছে ফেনী সরকারী কলেজের ১৮০০ নিরপরাধ নিয়মিত পরীক্ষার্থী, তাদের ভোগান্তির সীমা নেই। হঠাৎ করে অন্য জায়গায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে তারা যেন আকাশ থেকে পড়েছে। এর উপর রয়েছে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার ঝামেলা।

যাহোক শত ভোগান্তি সহ্য করেও '৮৭ ইং-এর পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিত কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে। তাদের এহেন অতিরিক্ত খরচ ও ভোগান্তি দেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আমরা আগামীবারের দরিদ্র পরীক্ষার্থীরা। আমাদের মাঝে এমনও আছে যারা শত মাইলের ব্যবধানে গিয়ে এত টাকা খরচ করে পরীক্ষা দিতে অক্ষম।

অতএব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, আপনারা ১৯৮৮ সালের নিরপরাধ, নিরীহ দরিদ্র পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত ফেনী সরকারী কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহাল করার কথা বিবেচনা করে দেখবেন।

ফেনী সরকারী কলেজের
১৯৮৮ সালের স্নাতক পরীক্ষার্থীদের পক্ষে—
মোঃ খোরশেদ আলম।

নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা দিতে চাই

আজ প্রায় দশ মাস অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে ২য় পর্বের ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পর্ব সমাপনী পরীক্ষা দিতে পারিনি, কিন্তু পর্ব সমাপনীর নির্ধারিত সময়সীমা ছয় মাস। এক দিকে মাসের পর মাস অভিভাবকের হাজার হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে, আর অন্য দিকে বয়সসীমা কমে আসছে। এবার যদিও কর্তৃপক্ষ ১০-১২-৮৭ তারিখ থেকে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক শ্রেণীর ছাত্ররা পরীক্ষা পিছানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

যদি তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা উক্ত তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ অনুরোধ আমাদের ১ম এবং ২য় বর্ষের পরীক্ষা নির্ধারিত ১০-১২-৮৭ তারিখ থেকেই নেয়া হোক।

মোঃ ইমাম উদ্দিন সরকার
২য় বর্ষ, তড়িৎ কৌশল,
সিলেট পলিটেকনিক
ইনষ্টিটিউট, সিলেট।